২৭ জুলাই কমরেড রাকেশ কামাল-এঁর ১৯তম শহীদ দিবস পালন করুন

"প্রতিবিপ্লবী হিংসার একমাত্র জবাব বিপ্লবী হিংসা।" **—কমরেড চারু মজুমদার**

সংগ্রামী জনগণ,

কমরেড রাকেশ কামাল ছিলেন পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি (এম-এল) (লাল পতাকা)-এর সম্পাদক এবং এদেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাওবাদী নেতা। এই বিপ্লবীকে ২০০৮ সালের ২৭ জুলাই নওগাঁর রাণীনগর এলাকায় তৎকালীন সামরিক বাহিনী পরিচালিত ফখরুদ্দীন-মইনুদ্দীনের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রাষ্ট্রীয় বাহিনী ভুয়া ক্রসফায়ারের নাটক সাজিয়ে হত্যা করে। এর পূর্বে তাঁকে ঢাকা থেকে গ্রেপ্তার করে গুম করে রাখা হয়।

কমরেড ডাঃ মিজানুর রহমান (টুটু) পার্টিতে 'রাকেশ কামাল,' 'রশীদ আনোয়ার' সহ ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত ছিলেন। ঝিনাইদহ জেলায় জন্মগ্রহণকারী এই কমরেড ছাত্রাবস্থা থেকে বিপ্লবী রাজনীতিতে যুক্ত ছিলেন। পরবর্তীতে রাজশাহী মেডিকেল কলেজে ভর্তি হওয়ার পর পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি (এম-এল)-এর কমিটিভুক্ত হন। তিনি ক্রমান্বয়ে পেশাদার বিপ্লবীতে রূপান্তরিত হন। ৮০-র দশকের মাঝামাঝি সময়ে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিতে যুক্ত হন। রাজশাহী-নওগাঁ-নাটোর-চাপাইনবাবগঞ্জ এলাকায় পার্টির রাজনৈতিক-সাংগঠনিক কাজে নেতৃত্ব দেন। মহান সাংস্কৃতিক বিপ্লবের অনুপ্রেরণায় গড়ে ওঠা নকশালবাড়ি কৃষক সংগ্রাম ও কমরেড চারু মজুমদারের শিক্ষাকে আত্মস্থ করে এদেশে বিপ্লবী অনুশীলনের ক্ষেত্রে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। সমগ্র ৯০-এর দশক জুড়ে তত্ত্ব ও অনুশীলনে নিজেকে যেমন শাণিত করেন, একইসাথে পার্টির রাজনৈতিক-সাংগঠনিক-মতাদর্শিক স্তরকে উন্নীত করেন। যদিও আন্তঃপার্টি সংগ্রাম অমীমাংসিত অবস্থায় ঐক্যবদ্ধ পার্টি ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্রে বিভক্ত হয়ে পড়ে, তবুও কমরেড রাকেশ কামাল মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ-মাওবাদে বলীয়ান হয়ে কৃষিবিপ্লবী সংগ্রামে তাঁর উজ্জ্বল ভূমিকা জারি রাখেন। দীর্ঘস্থায়ী গণযুদ্ধের পথে পাবনা-সিরাজগঞ্জ-টাঙ্গাইল, যশোর-খুলনা-কুষ্টিয়া, রাজশাহী-নাটোর-নওগাঁ-চাপাইনবাবগঞ্জ সহ বিভিন্ন অঞ্চলে শ্রমিক-কৃষক, নিপীড়িত জনতার ক্ষমতা দখলের লক্ষ্যে সংগঠন-সন্নগ্রাম বিকশিত হয়। কিন্তু ৭০-এর দশকে বাকশালী রক্ষীবাহিনীর মতোই খুনী RAB এই বিপ্লবী উত্থানকে রক্তের বন্যায় ডুবিয়ে দেয়। নেতৃস্থানীয় কমরেড সহ হাজারের অধিক পার্টি-সংগঠক, বীর গেরিলা ও বিপ্লবী জনগণ শহীদ হন। কমরেড রাকেশ কামাল এই পর্যায়ে পূর্ববাঙলার সশস্ত্র সংগ্রামের সারসংকলনের প্রক্রিয়া শুরু করেন, কিন্তু রাষ্ট্রীয় খুনী বাহিনী তাঁকেও হত্যা করে। এই কমিউনিস্ট হত্যাকাণ্ডের সাথে সরাসরি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ জড়িত। এই অঞ্চলের বিপ্লবী উত্থানকে ভয় পেয়ে স্থানীয় শোষকশ্রেণী, রাষ্ট্র ও তাদের বিদেশী প্রভুরা একাট্টা হয়েছে। তারা শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রগামী নেতৃত্বের বিরুদ্ধে চরম যুদ্ধে লিপ্ত। আমরা দেখেছি নেতৃত্বকে হত্যা করার পর অর্থ-প্রদান ও ভয়ভীতি দেখিয়ে

আত্মসমর্পণের নাটকও মঞ্চস্থ হয়েছে। একইসাথে বিপ্লবীদের জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য বিভিন্ন অপপ্রচার প্রচলিত আছে। কিন্তু এসব কিছুই নতুন নয়— দেশে দেশে বারংবার বিপ্লবী মতাদর্শে জনগণের ক্ষমতাদখলের সংগ্রামকে পরাজিত করার জন্য শ্রেণীশত্রুরা অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিকভাবে প্রচেষ্টা চালায়। যতদিন শোষণ-বৈষম্য টিকে থাকবে ততদিন রক্তের বিনিময়ে জনগণও সংগ্রাম জারি রাখবে এবং সংগ্রামের উত্থান-পতনের মধ্য-দিয়ে জনগণই জয়লাভ করবে। জনগণকে বিভক্ত ও বিভ্রান্ত করার জন্য যেমন শোষকশ্রেণী উগ্র-জাতীয়তাবাদ ও ধর্মীয় মৌলবাদ-সাম্প্রদায়িকতাকে হাতিয়ার করে, তেমনি রাষ্ট্র দিন দিন ফ্যাসিবাদী হয়ে ওঠে। ভারত, ফিলিপাইন, তুরস্ক, পেরু, নেপাল, পূর্ববাঙলার ইতিহাস এটাই বারবার প্রমাণ করে।

সহযোদ্ধা, পূর্ববাঙলার মতো আধা-উপনিবেশিক আধা-সামন্ততান্ত্রিক দেশে কথিত শহুরে-অভ্যুত্থান, নির্বাচন বা সংস্কারে জনগণের মুক্তি হতে পারে না। দীর্ঘস্থায়ী গণযুদ্ধই আমাদের মুক্তির পথ। কমরেড রাকেশ কামাল তাঁর বিপ্লবী অনুশীলন ও আত্মত্যাগের মধ্য-দিয়ে স্পষ্ট করেছেন মার্কিন সহ সকল সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের আগ্রাসন রুখে দেওয়া ও শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্তের জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্মসূচী বাস্তবায়নের কেন্দ্রে রয়েছে কৃষিবিপ্লব। গ্রামাঞ্চলে শোষকশ্রেণীর কর্তৃত্ব উচ্ছেদের জন্য ভূমিহীন-দরিদ্র কৃষকের গেরিলা বাহিনী প্রস্তুত এবং শ্রেণীশত্রু খতমের মধ্য-দিয়ে সংগ্রাম এগিয়ে যাবে। ঘাঁটি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রাষ্ট্র ও প্রতিক্রিয়াশীল বাহিনীসহ রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক সকল ক্ষেত্র ভেঙে দিয়ে জনগণের পাল্টা বিপ্লবী কমিটি-সরকার-গণক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সকল প্রকার ডান-বাম সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ-মাওবাদকে হাতিয়ার করে পার্টি-বাহিনী-যুক্তফ্রন্টের কার্যক্রমকে এগিয়ে নেওয়ার মধ্য-দিয়েই সাম্যবাদ-সমাজতন্ত্র অভিমুখী জনগণতান্ত্রিক পূর্ববাঙলা কায়েম হবে।

তাই আসুন, শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে কৃষক-মধ্যবিত্ত, নিপীড়িত জাতি-জনগণ দ্রুত ঐক্যবদ্ধ ও সশস্ত্র হই— কমরেড রাকেশ কামাল সহ হাজারো শহীদের লাল পতাকা ঊর্ধ্বে তুলে ধরি, কৃষিবিপ্লব সফল করি।

মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ-মাওবাদ— জিন্দাবাদ!
কমরেড চারু মজুমদারের শিক্ষা— অমর হোক!
কমরেড রাকেশ কামাল— জিন্দাবাদ!

পূর্ববাঙলার কমিউনিস্ট পার্টি (মাওবাদী)

কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক কমিটি

জুলাই ২০২৬